দাতা আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه'র জীবনী

16-September-2021

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَارَسُوۡلَ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ یَا حَبِیۡبَ اللّٰہ
اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَا نَبِیَّ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ یَا نُوۡرَ اللّٰہ

نَوَیۡتُ سُنَّتَ الۡاِعۡتِکَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোওয়ায়ে শামী**তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "مَنۡ سَرَّہٗ اَنۡ یَلۡقَی اللّٰہَ غَدًا رَاضِیًا، فَلۡیُکۡثِرِ الصَّلَاۃَ عَلَیَّ" অর্থাৎ যে ব্যক্তি এ কথা পছন্দ করে **আল্লাহ পাকের** মহান দরবারে পেশ হবার সময় **আল্লাহ পাক** তার

উপর সন্তুষট হয়ে যাবেন, তবে তার উচিত আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা। (ফিরদৌসুল আখবার, ২/২৮৪, হাদীস: ৬০৮৩)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفۡضَلُ الۡعَمَلِ اَلنِّیَّۃُ الصَّادِقَۃُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। (জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৮৪) **হে আশিকানে রাসূল!** প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

এক মহান মুবাল্লিগ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকে আমরা এমন এক মহান ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বয়ান শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করবো, যার কারণে ইসলামের সম্মান, শান ও শওকত এবং ক্ষমতায় বৃদ্ধি পেয়েছিলো, যিনি দানশীলতার সমূদ্র বইয়ে দিয়েছেন, যার ফয়েয অনেক যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর আজও চলমান, যার নূরানী মাযারে সর্বদা আশিকানে রাসূল, আশিকানে সাহাবা ও আশিকানে আহলে বাইত ও আশিকানে আউলিয়াদের ভিড় লেগে থাকে, যারা হাজিরী দিয়ে নিজের সকল জায়িয মনোবাসনা পেয়ে থাকে। এই মহান ব্যক্তিত্ব কে? তাঁর নাম, উপাধি ও বংশধারা কি?

www.dawateislami.net

তাছাড়া তাঁর খুবই প্রিয় একটি গুণ "ইলমে দ্বীনের প্রতি প্রবল আগ্রহ" সম্পর্কে বিভিন্ন রঙ বেরঙের মাদানী ফুলের সুগন্ধি দ্বারা আমাদের মস্তিষ্ককে সুবাসিত করার চেষ্টা করবো। এই মাদানী ফুলগুলো নিজের অন্তরের মাদানী পুস্পদানীতে সাজিয়ে এর উপর আমল করারও চেষ্টা করবো। اِنْ شَآءَ الله

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রকাশ্য ওফাতের পর পবিত্র আহলে বাইত ও সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام ইসলামের বট বৃক্ষকে পানি দ্বারা সতেজ রাখেন। সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ السَّلَام পর তাঁদের অনুসরনে পরবর্তীতে আসা বুযুর্গরাও দ্বীনে ইসলামের খেদমত করার এই মহান দায়িত্বকে সুন্দরভাবে আদায় করেছেন। বিশেষ করে এই উপ মহাদেশে ইসলামের প্রচারের জন্য যে আউলিয়ায়ে কিরামগন رَحِمَهُمُ الله বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে হযরত সায়্যিদুনা দাতা গাঞ্জে বখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই তালিকায় উর্ধ্বে রয়েছেন। তাঁর দ্বীন প্রচারের ধরন, জ্ঞান, জ্ঞানের উন্নয়ন ও প্রচার, সম্মিলিত ও একক প্রচেষ্টা, রচনা ও সংকলন এবং আধ্যাত্মিক ক্ষমতা দ্বারা ভারতে খুবই অল্প সময়ে ইসলামের আলো প্রসারিত হতে লাগলো আর অসংখ্য লোক ইসলামের ছায়াতলে আসতে লাগলো। আসুন! আজকে আমরা এই দাতা আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর ইলমে দ্বীনের প্রতি প্রবল আগ্রহ সম্পর্কে শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করবো, যেন আমাদের মাঝেও ইলমে দ্বীনের নিভে যাওয়া প্রদীপ আবারো প্রজ্বলিত হয়ে যায়। হায়! যদি দাতা আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর সদকায়

আমাদেরও ইলমে দ্বীন শেখার আগ্রহ নসীব হয়ে যেতো! আসুন, প্রথমে তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি শ্রবণ করি:-

দাতা আলী হাজবেরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর পরিচিতি

হযরত দাতা আলী হাজবেরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর উপনাম হলো, আবুল হাসান, আর নাম হচ্ছে আলী। তিনি গযনীর অধিবাসী ছিলেন। জুল্লাব ও হাজবীর 'গযনী'র মহল্লাগুলোর মধ্যে দু'টি মহল্লা, প্রথমে জুল্লাবে অবস্থান করতেন অতঃপর হাজবেরীতে স্থানান্তরিত হয়ে যান। তাঁর সৌভাগ্যময় জন্ম প্রায় ৪০০ হিজরীতে হয়েছিলো। **(কাশফুল মাহজুব এর ভূমিকা, ৮-১১ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দাতা আলী হাজবেরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ইলমে দ্বীনের প্রতি প্রবল আগ্রহ

হযরত খাজা মাস্তান শাহ কাবলী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: হযরত সায়্যিদ আলী বিন ওসমান হাজবেরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে মাহমুদ গযনবীর প্রতিষ্ঠিত দ্বীনি মাদরাসায় অধিকাংশ সময় দেখা যেতো, সে সময় তাঁর বয়স প্রায় ১২/১৩ বছর হবে, ইলমে দ্বীনের প্রতি প্রবল আগ্রহী এই ছাত্র দ্বীনের শিক্ষায় এতোই ডুবে যেতো যে, সকাল থেকে সন্ধ্যা হয়ে যেতো কিন্তু কখনো তাকে পানি পান করতেও দেখিনি, সাদা দাঁড়ির রিদুওয়ান নামের এক বুযুর্গ সেই মাদরাসার মুদারি্রস ছিলেন, তিনি নিজের সেই নিশ্চুপ ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থীকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন। একদিন সুলতান মাহমুদ গযনবী এই মাদরাসার পাশ দিয়ে গমন করেন এবং তিনি এই মহান দ্বীনি মাদরাসায় আসেন, অন্যান্য শাগরেদদের বিপরীতে হযরত মাখদুম আলী হাজবেরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ নিজের কাজে এতোই মগ্ন ছিলেন যে, তিনি কোন

কিছুই জানতেও পারলেন না, বুযুর্গ ওস্তাদ ডাক দিলেন: দেখো আলী! কে এসেছেন? তখন ছিলোই বা কি, এক দিকে মাহমুদ গযনবী আর অপর দিকে এক অল্পবয়সী সত্য পথের পথিক। আশ্চর্য দৃশ্য ছিলো, সুলতান মাহমুদ গযনবী এই অল্পবয়সী ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থীর ঔজ্জল্যের প্রতাপ সহ্য করতে না পেরে সাথে সাথেই দৃষ্টিকে নত করে নিলেন এবং সেই মুদারি্রসকে বললো: **ওয়াল্লাহ (আল্লাহর** শপথ)! এই বাচ্চাতো **আল্লাহ পাকের** সত্যিকার অন্বেষণকারী (মুহাব্বতকারী) ইলমে দ্বীনের এই শিক্ষার্থী এই মাদরাসার সৌন্দর্য। (আল্লাহ কে খাস বান্দে, ৪৬০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! আপনারা শুনলেন তো! হুযুর দাতা গাঞ্জে বখশ আলী হাজবেরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ ইলমে দ্বীন শিখতে এবং অধ্যয়ন করতে কিরূপ মগ্ন থাকতেন যে, অল্পবয়সের মূল্যবান সময়কেও নষ্ট হতে দেননি, কেননা তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ সময় ও ইলমে দ্বীন এই দু'টির গুরুত্ব থেকে সামান্য পরিমানও উদাসীন ছিলেন না। এই অল্পবয়সেও ইলমে দ্বীন অর্জন এবং অধ্যয়নে পুরোপুরি নিমগ্ন ছিলেন, তাছাড়া মুখের "কুফ্লে মদীনা" অর্থাৎ মুখকে অহেতুক কথা থেকে বাঁচাতেও তিনি কঠোরভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন, কিতাবের সাথে তাঁর ভালবাসাতে দেখুন যে, পড়তে পড়তে রাত হয়ে যেতো কিন্তু তিনি পানি পান করার জন্যও সময় বের করতে পারতেন না। তাঁর এই ইলমে দ্বীনের আগ্রহ, অধ্যয়নের আকাংখা, নিজের কাজ নিজে করা এবং কুফ্লে মদীনা লাগানো অর্থাৎ নিশ্চুপ থাকার মাদানী ভাবনা তাঁকে এতোই উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে দিলো যে, তাঁর বৃদ্ধ ওস্তাদও তাঁকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন, এমনকি আপন যুগের কামিল আশিকে রাসূল ও ইলমে দ্বীনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বাদশাহ সুলতান মাহমুদ গযনবী

www.dawateislami.net

যখন তাঁর মাদরাসায় আসলেন তখন ইলমে দ্বীনের ব্যস্ততার কারণে দাতা আলী হাজবেরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তার আসার খবরও জানলেন না, সুতরাং সুলতান মাহমুদ গযনবীও তাঁর প্রতি প্রভাবিত না হয়ে পারলেন না এবং তাঁর শানে এই ঐতিহাসিক এবং প্রশংসামূলক বাক্য বললেন: **"আল্লাহ পাকের** শপথ! এই বাচ্চা **আল্লাহ পাকের** সত্যিকার অন্বেষণকারী (মুহাব্বতকারী), এমন ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থী এই মাদরাসার সৌন্দর্য।"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পিপাসা পানি দ্বারা নিবারন হয়, কিন্তু ইলমে দ্বীনের পিপাসা কখনো নিবারন হয় না, কেননা এই পিপাসা ইলমে দ্বীনের ঝর্ণাধারার সংস্পর্শে এসে বাড়তেই থাকে, এই ইলমে দ্বীনের সন্ধানে আমাদের বুযুর্গরা নিজের বাড়ি-ঘর এবং নিজের পূর্ব পুরুষের শহরকে বিদায় জানিয়ে বিভিন্ন দেশে এবং শহরে সফর করেছেন, অথচ সেই সময় এরূপ সহজ ছিলো না, কিন্তু যেহেতু হযরত সায়্যিদুনা দাতা গাঞ্জে বখশ আলী হাজবেরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ ইলমে দ্বীন শেখার প্রতি প্রবল আগ্রহী ছিলেন, সুতরাং এখনকার মতো সহজতা না থাকার পরও তিনি ইলমে দ্বীন অর্জনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে দূর দূরান্তের শহরে সফর করেছেন, তাছাড়া অসংখ্য মাশায়িখে কিরামের কাছ থেকে উপকৃত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন।

ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য সফর

হযরত সায়্যিদুনা দাতা গাঞ্জে বখশ আলী হাজবেরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ যত দেশেই সফর করেছেন, তার প্রত্যেকটির উদ্দেশ্যই ছিলো ওলামায়ে দ্বীন ও মাশায়িখে কিরামদের দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁদের কাছ থেকে ফয়েয অর্জন ও নিজের ইলমে দ্বীনের পিপাসা নিবারনের ব্যবস্থা করা। এই

www.dawateislami.net

উদ্দেশ্যে অর্জনের জন্য তিনি শুধু খোরাসানের তিনশত (৩০০) মাশায়িখের খিদমতে উপস্থিত হয়েছেন এবং তাঁদের ইলমে দ্বীন ও হিকমতের (প্রজ্ঞার) সুন্দর বাগান থেকে ফুল কুড়িয়ে নিজের ঝুলিতে ভরতেন। (কাশফুল মাহজুব, পৃষ্ঠা ১৮১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! দাতা আলী হাজবেরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কোন দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে নয় বরং ইলমে দ্বীন অর্জনের উদ্দেশ্যে একই শহরের তিনশত (৩০০) ওলামায়ে কিরামের দরবারে হাজিরী দিয়েছেন, এটাতো শুধু একটি শহরের ওলামায়ে কিরামের সংখ্যা, নিঃসন্দেহে হয়তো তিনি এটি ছাড়াও আরো অনেক শহর ও দেশের অনেক ওলামায়ে কিরামের দরবারে হাজিরী দিয়েছেন, দাতা আলী হাজবেরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য এই প্রচেষ্টা ও আগ্রহের চরম উৎকর্ষতা সম্পর্কে শুনে অন্তরে আসলাফে কিরামদের رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ স্মরণ তাজা হয়ে যায়, কেননা তাঁর মাঝেও আসলাফদের (পূর্ববর্তীদের) মতো ইলমে দ্বীন অর্জনের আগ্রহ ও অধ্যয়নের সখ পরিপূর্ণভাবে ভরা ছিলো, আমাদের বুযুর্গরা রাত দিন ইলমে দ্বীন অর্জনে মগ্ন থাকতেন, অত্যন্ত মেহনত ও আগ্রহ সহকারে অধ্যয়নে মশগুল থাকতেন, তাছাড়া ইলমে দ্বীন শিক্ষার জন্য নিজের চাহিদাগুলোকেও কুরবানী করে দিতেন। আসুন! উৎসাহ লাভের জন্য বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ الله ইলমে দ্বীনের আগ্রহ সম্পর্কে ২ টি ঘটনা শ্রবণ করি:-

ইমাম মুসলিম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ইলমে দ্বীনের প্রতি প্রবল আগ্রহ

একদিন কোন এক মজলিশে হাদীসে পাকের প্রসিদ্ধ কিতাব **"মুসলিম শরীফ"** এর প্রণেতা হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুসলিম বিন হাজাজ

www.dawateislami.net

তুশাইরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হতে কোন এক হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ঘরে এসে সেই হাদীস খানা খুঁজতে শুরু করলেন। তাঁকে খেজুরের একটি ঝুড়ি পেশ করা হলো। হাদীস শরীফ খুঁজতে গিয়ে তিনি সেখান থেকে একটি একটি করে খেজুর উঠিয়ে খেতে লাগলেন, এমনকি হাদীস শরীফটি খুঁজে পেতে পেতে সমস্ত খেজুর শেষ হয়ে গেলো, এতো বেশি খেজুর খাওয়ার কারণে তাঁর ইন্তিকাল হয়ে গেলো।

(তাহযীবুত তাহযীব, হরফুল মীম, ৮/১৫০, নম্বর-৬৮৯৪)

হযরত দাহ্হাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইলমে দ্বীনের প্রতি প্রবল আগ্রহ

হযরত দাহ্হাক বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উপাধী ছিলো "নাবিল", এই উপাধীর কারণ হলো, একদিন হযরত ইমাম ইবনে জুরাইজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরসের মজলিশে (ইলমে দ্বীন শেখার জন্য) উপস্থিত ছিলেন যে, হঠাৎ সেখান দিয়ে একটি হাতি যাচ্ছিলো। সকল ছাত্ররা দরস ছেড়ে হাতি দেখতে চলে গেলো, কিন্তু তিনি নিজের জায়গায় বসে ছিলেন, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ইবনে জুরাইজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জিজ্ঞাসা করলেন: দাহ্হাক তুমি হাতি দেখতে কেন যাওনি? আরয করলো: আপনার সংস্পর্শ থেকে হাতি বড় নয়! এই উত্তর শুনে হযরত ইমাম ইবনে জুরাইজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: اَنْتَ النَّبِيْل অর্থাৎ তুমি তো অনেক বড় মর্যাদাবান।

(তাহযীবুত তাহযীব, হরফুস স'দ, ৪/৭৯, নম্বর-৩০৫৭)

سُبْحٰنَ الله! **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনারা দেখলেন তো! আমাদের বযুর্গদের ইলমে দ্বীনের প্রতি প্রবল আগ্রহ কেমন ছিলো, যখন এই ব্যক্তিরা ইলমে দ্বীন অর্জনে নিমগ্ন হয়, তখন নিজের আশেপাশের সমস্ত জিনিস হতে উদাসীন হয়ে যায়, যেন নিজের উদ্দেশ্য সফল করতে পারে। নিঃসন্দেহে এই পবিত্র সত্তারা ইলমে দ্বীনের জন্য নিজের সব কিছু

www.dawateislami.net

উজাড় করে দিয়েছেন তাইতো ইলমে দ্বীনও তাঁদের বঞ্চিত করেনি বরং মুসলমানদের পথপ্রদর্শক বানিয়ে দিয়েছেন। নিশ্চয় এই সব কিছু **আল্লাহ পাকের** দান, ইলমে দ্বীনের ফযিলত সম্পর্কে জ্ঞাত এবং আলমে দ্বীনের প্রতি ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ, যা এখনো আমরা তাঁদের আলোচনা করে নিজের অন্তরকে আলোকিত করছি। আসুন! উৎসাহ লাভের জন্য আমরাও ইলমে দ্বীনের ফযিলতের উপর **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী শ্রবণ করি:-

(১) যে ব্যক্তি ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য বের হয়, তবে যতক্ষন পর্যন্ত ফিরে না আসে, **আল্লাহ পাকের** পথে (রাস্তায়) থাকে।

(তিরমিযী, কিতাবুল ইলমে দ্বীন, ৪/২৯৪, হাদীস নং-২৬৫৬)

(২) ইলমে দ্বীন অর্জনকারীদের সুস্বাগতম! ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থীদেরকে ফিরিশতা ঘিরে রাখে এবং নিজেদের পাখা দ্বারা তাদের ছায়া প্রদান করে, অতঃপর সেই ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থীকে ইলমে দ্বীন অর্জনের কারণে ভালবেসে সারিবদ্ধভাবে দুনিয়ার আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

(মুজামুল কবীর, ৮/৫৪, হাদীস নং-৭৩৪৭)

(৩) **আল্লাহ পাক** কিয়ামতের দিন বান্দাদের উঠাবেন, অতঃপর ওলামাদের আলাদা করে ইরশাদ করবেন: হে ওলামাদের দল! আমি তোমাদের সম্পর্কে জানি, এই জন্যইতো তোমাদেরকে আমার পক্ষ থেকে ইলম দান করেছি এবং তোমাদের এই জন্যই ইলম দিইনি যে, তোমাদেরকে আযাবে লিপ্ত করবো। (সুতরাং এখন) যাও! কেননা আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি। (জামে বয়ানুল ইলমে দ্বীন ওয়া ফযলাহু, পৃষ্ঠা ৬৯, হদীস নং-২১১)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ ইলমে দ্বীনের উপকারীতা ও পরিণাম বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: ইলম এমন কোন জিনিস নয়, যার ফযিলত এবং গুনাবলী বর্ণনা করার প্রয়োজন হবে, পুরো দুনিয়া জানে যে, ইলম অনেক উত্তম একটি জিনিস, এটি অর্জন করা খুবই জরুরী। এটি সেই জিনিস যা অর্জনে মানুষের জীবন সফল এবং আনন্দময় হয় আর এর দ্বারাই দুনিয়া ও আখিরাত সুধরে যায়। (মনে রাখবেন! ইলম দ্বারা) সেই উদ্দেশ্য, যা কুরআন ও হাদীস থেকে অর্জিত হয়, কেননা এটিই সেই ইলম, যা দুনিয়া ও আখিরাতকে সাজিয়ে দেয় এবং এই ইলমই মুক্তির উপায় আর এরই কুরআন ও হাদীসে বর্ণনা এসেছে এবং এটিই শিক্ষা অর্জনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করা হয়েছে। (বাহারে শরীয়াত,৩/৬১৮)

ইলম আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَیۡہِمُ السَّلَام উত্তরাধিকার সূত্রে রেখে যাওয়া সম্পদ, **ইলম আল্লাহ পাকের** নৈকট্য লাভের মাধ্যম, **ইলম** হিদায়াতের উৎস, **ইলম** গুনাহ থেকে বাঁচার মাধ্যম, **ইলম** খোদাভীতি জাগ্রত করার মহান পন্থা, **ইলম** দুনিয়া আখিরাতে সম্মান পাওয়ার মাধ্যম, **ইলম** মৃত অন্তরের প্রাণ, **ইলম** ঈমান হিফাযতের মাধ্যম, **ইলম আল্লাহ পাকের** সৃষ্টির ভালবাসা পাওয়ার মাধ্যম, মোট কথা! **ইলম** অসংখ্য গুনাবলীর সমষ্টি, এতে দ্বীনও আছে দুনিয়াও আছে, এতে আরামও আছে প্রশান্তিও আছে, এতে স্বাদও আছে আনন্দও আছে, সুতরাং বুদ্ধিমানের কাজ এটিই যে, ইলমে দ্বীন অর্জনে সচেষ্ট হয়ে আখিরাতের মুক্তির পথ তৈরী করা। হায়! যদি আমাদেরও ইলমে দ্বীন অর্জন করার উৎসাহ নসীব হয়ে যেতো। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাধারণত কোন মানুষের ভাল ও মন্দ হওয়াতে ঘরের পরিবেশের মূল ভূমিকা থাকে, যদি পরিবারের লোকজন বিশেষকরে পিতা মাতা মন্দ কাজে লিপ্ত থাকে তবে সন্তানের উপরও এর মন্দ প্রভাব পরিলক্ষিত হয় আর যদি পিতা মাতা নেককার, নামাযী, খোদাভীতি ও ইশ্‌কে মুস্তফার চিরস্থায়ী সম্পদ এবং ইলমে দ্বীনের নেয়ামত দ্বারা পরিপূর্ণ হয় তবে তাদের শিক্ষাদীক্ষা এবং গুনাবলীর ফয়েয শুধু তাদের নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং **আল্লাহ পাকের** দয়া ও অনুগ্রহে বংশ পরম্পরায় স্থানান্তরিত হতে থাকে, কেননা সন্তানের প্রথম মাদরাসাই হচ্ছে তার ঘর।

হাকীমুল উম্মত মূফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "সন্তান তার মা-বাবার সকল কাজ গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করে এবং তাদের ইবাদত, দোয়া ইত্যাদি মুখস্থ করে তাদের অনুসরণ করার চেষ্টা করে। পিতার উচিৎ উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া কেননা সন্তান পিতার অনুসরণ করে, সন্তানের প্রথম মাদরাসা হচ্ছে তাদের ঘর এবং প্রথম দ্বীনি শিক্ষক হচ্ছে তার পিতা মাতা। **(মিরাতুল মানাযিহ, ৪/২৮)** অপর এক জায়গায় বলেন: সন্তানের একটু বুদ্ধি হলেই সে তার মা-বাবা ও সাথীদের দেখে আর তাদের মতো হয়ে যায়, মা-বাবা সন্তানের প্রথম শিক্ষক, তাদের সংস্পর্শ সন্তানের শিক্ষার জন্য নকশা স্বরূপ। এজন্য আবশ্যক যে, নিজের কন্যা সন্তানের জন্য নেককার স্বামী ও ছেলের জন্য দ্বীনদার স্ত্রী তালাশ করা, যেন সন্তান নেককার হয়। **(মিরাতুল মানাযিহ, ১/১০০, সংক্ষেপিত)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দাতা আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সত্তায় আমাদের যে গুনাবলী দেখা যায়, তাছাড়া ইলমে দ্বীনের আগ্রহের যে প্রভাব তাঁর ব্যক্তিত্বে দৃষ্টিগোচর হয়, নিঃসন্দেহে তাতে **আল্লাহ পাকের** দয়া

www.dawateislami.net

অন্তর্ভুক্ত ছিলো, কিন্তু পাশাপাশি তাঁর পরিবার বিশেষ করে পিতা মাতার শিক্ষা ও প্রশিক্ষনেরও অনেক বড় প্রভাব ছিলো। আসুন! এবার দাতা আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অতুলনীয় পরিবারের একটি ঈমন তাজাকারী ঝলক লক্ষ্য করি অতঃপর এর থেকে অর্জিত মাদানী ফুলকে নিজের অন্তরের মাদানী পুষ্পদানীতে সাজিয়ে রাখার চেষ্টাও করি।

দাতা আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুত্তাকী পরিবার

হযরত সায়্যিদুনা দাতা গাঞ্জে বখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পিতা হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন আব্দুর রহমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আপন যুগের অনেক বড় আলিম এবং আবিদ ও ধর্মানুরাগী ছিলেন। সালতানাতে গযনবীয়ার যুগে দুনিয়ার আনাচে কানাচে থেকে ওলামায়ে কিরাম, মাশায়িখে এজাম, কবিগণ এবং সুফিগন "গযনী"তে জমা হয়ে গিয়েছিলো, একারণেই গযনী জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিলো, তাঁর পিতা মহোদয় হযরত সায়্যিদুনা ওসমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও এখানেই অবস্থান করতে লাগলেন। তাঁর সম্মানিতা আম্মাজান হোসাইনী সৈয়দ বংশের সাথে সম্পর্কীত আবিদা ও ধর্মনিষ্ঠা মহিলা ছিলেন। (ফয়যানে দাতা আলী হাজবেরী, ৬ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত) যার মুখ **আল্লাহ পাকের** যিকিরে মশগুল ও অন্তর সত্যনিষ্ঠতায় উৎসর্গিত ছিলো। (ফয়যানে দাতা আলী হাজবেরী, ৮ পৃষ্ঠা) তাঁর মামার ধর্মনিষ্টতা ও তাকওয়া অবলম্বনের কারণে 'তাজুল আউলিয়া' উপাধি দ্বারা প্রসিদ্ধ ছিলেন। মোটকথা! তাঁর বংশ আভিজাত্য ও সততা এবং জ্ঞান ও দানশীলতার কারণে প্রসিদ্ধ ছিলেন। (ফয়যানে দাতা আলী হাজবেরী, ৬ পৃষ্ঠা)

سُبْحٰنَ اللهِ! হযরত সায়্যিদুনা দাতা গাঞ্জে বখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পরিবার কিরূপ ঈর্ষণীয় ছিলো যে, পিতা মহোদয়

رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আপন যুগের অনেক বড় আলিমে দ্বীন, সম্মানিতা আম্মাজান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا উচ্চ স্তরের ইবাদতকারীনী ও ধর্মনিষ্ঠা এবং কুরআন তিলাওয়াতের উৎসাহী ছিলেন আর মামাজান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِও কোন সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন না বরং ‘তাজুল আউলিয়া’ অর্থাৎ আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ الله মুকুট উপাধীতে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه! দাতা আলী হাজবেরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ যখন ইলম ও আমলে, ইবাদত ও রিয়াযত এবং তিলাওয়াতে কুরআনের নেয়ামতে পরিপূর্ণ পরিবারে লালন-পালন হয়েছিলেন, তখন তাঁরও এর খুবই বরকত নসীব হয়েছিলো, তাঁদের সদকায় তাঁকেও **আল্লাহ পাক** তাকওয়া ও পরহেযগারীর নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন এবং এমন ইলম ও জ্ঞান প্রাচুর্য দান করেছেন যে, তিনি তা থেকে সৃষ্টি জগতেরও খুবই উপকার সাধিত করেছেন।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আফসোস! বর্তমানে এরূপ তাকওয়া পরহেযগারী এবং ইলমে দ্বীনের ভালবাসা না তো পিতা মাতার কাছে আছে, না আছে সন্তানদের। সম্ভবত এর কারণ হলো, পিতা মাতা পুরোদিন সন্তানদের দুনিয়াদারী শিখানোতেই লেগে থাকে। হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: মা-বাবার উচিৎ, সন্তানদের শুধুই সম্পদশালী বানিয়ে দুনিয়া থেকে না যাওয়া, যেন তাদের দ্বীনদার বানিয়ে যায়, যা স্বয়ং তার কবরেও কাজে আসবে, জীবিত সন্তানের নেকীর সাওয়াব মৃতদের কবরে পৌঁছে। (মিরাতুল মানাযিহ, ৬/৫৬৫)

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন মানুষ মারা যায়, তখন তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়, তিনটি (আমল) ব্যতিত, (১) সদকায়ে জারিয়া, (২) ঐ ইলম যাদ্বারা লোকেরা উপকৃত হয় এবং (৩) নেক সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে।"

(মুসলিম, কিতাবুর ওয়াসিয়ত, ৮৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৬৩১)

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: "নেক সন্তান দ্বারা ইলম ও আমলসমৃদ্ধ সন্তান উদ্দেশ্য।" **মিরকাত** প্রণেতা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "সন্তানের উচিৎ, পিতাকে উত্তম দোয়ায় স্বরন করা, এমনকি নামাযে মা-বাবাকে দোয়া প্রথমে দেয়া তারপর সালাম ফিরানো, নয়তো যদি নেক সন্তান দোয়া নাও করে তবুও মা-বাবার নিকট সাওয়াব পৌঁছতে থাকবে।

(মিরাতুল মানাযিহ, ১/১৮৩, সংক্ষেপিত)

সন্তানের মাদানী প্রশিক্ষণে মা'র ভূমিকা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সন্তানের উত্তম চরিত্র বা বিগড়ে যাওয়াতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা মা'রই হয়ে থাকে, কেননা মায়ের কোল সন্তানের প্রথম বিদ্যাপীঠ, যদি এই বিদ্যাপীঠ উপযুক্ত হয় তবে যে শিক্ষা অর্জন করে বের হবে তাও উপযুক্ত হবে। যেমন; যদি মা **আল্লাহ পাক** ও **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, সাহাবা ও আহলে বাইত عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং আউলিয়ায়ে কিরামদের رَحِمَهُمُ الله আদেশের উপর আমলকারীনী, পবিত্র বিবিগন, খাতুনে জান্নাত এবং সাহাবীয়াগণদের رَضِىَ اللهُ عَنْهُنَّ সত্যিকার দিওয়ানী, ইলমে দ্বীনের আগ্রহী এবং তিলাওয়াতে কুরআনের নেয়ামতে পরিপূর্ণ, মুত্তাকী ও পরহেযগার, ইবাদত গুজার, সুন্নাতে ভরা জীবন অতিবাহিত কারীনী এবং উত্তম পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হলে তবেই তাদের সন্তানেরাও এই বিশেষত্ব গুলোর মালিক হবে।

দূর্ভাগ্যজনক ভাবে আজকালের মহিলাদের অধিকাংশই যিকির ও দরূদ, তিলাওয়াত ও ইবাদত এবং ইলমে দ্বীন শিক্ষা গ্রহণের পরিবর্তে একে অপরের গীবত করা, এদিকের কথা ওদিকে লাগানো, অযথা বাজারে ঘোরাফেরা, সিনেমা, নাটক দেখা, গান বাজনা শুনা, গল্পগুচ্ছ পড়া, কম্পিউটার, মোবাইল এবং ইন্টারনেটের ভূল ব্যবহার (Miss Use) করা, স্যোসাল মিডিয়ার জালে নিজেকে ফাসিয়ে অহেতুক কাজে পড়ে যাওয়া এবং নিত্য নতুন ফ্যাশনে ডুবে যাওয়া ইত্যাদিতে সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, আর বাকী সময়টা ঘরের কাজকর্মে কেটে যায়, ফলে নিজের ও নিজের সন্তানদের সংশোধন করা থেকে উদাসীন হয়ে বেআমলীর শিকার এই মায়েদের বেআমলীর মন্দ প্রভাব সরাসরি পরবর্তী প্রজন্মদের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়ে যায়, ইতিহাস সাক্ষী এদের সন্তানরাই ভবিষ্যতে জুয়ারী হয়, কেউ প্রতারক, কেউ সন্ত্রাসী হয়, কেউ গাজাঁখোড়, কেউ চোর বা কেউ ডাকাত, অতঃপর এই অপরাধীরা যখন আইনের আওতায় আসে তখন অনেক সময় ফাঁসি পর্যন্তও চলে যায়। আসুন এমনি এক অপরাধীর শিক্ষনীয় ঘটনা শ্রবণ করি:-

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১৮৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"তরবিয়তে আউলাদ"** এর ১৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে: একবার এক অপরাধীকে ফাঁসির সাজা শুনানো হলো। যখন তাকে তার শেষ ইচ্ছা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলো তখন সে বললো: আমি আমার মায়ের সাথে সাক্ষাত করতে চাই। তার ইচ্ছা পূরণ করা হলো। মা যখন তার সামনে আসলো তখন সে মায়ের কাছে গেলো এবং দেখতেই দেখতে সে মায়ের কান টেনে দিলো। সেখানে উপস্থিত লোকেরা তাকে বকুনি দিয়ে বললো: দূর্ভাগা! এখনি তো ফাঁসির সাজা হয়ে

www.dawateislami.net

যাবে, তুমি এটি কি কাজ করলে? সে উত্তর দিলো: আমাকে ফাঁসির এই কাষ্ঠ পর্যন্ত এই মা'ই পৌঁছিয়েছে, কেননা আমি বাল্যকালে কারো কিছু টাকা চুরি করে এনেছিলাম, তখন সে আমাকে ধমকানোর পরিবর্তে আমাকে উৎসাহ দিয়েছিলো এবং এভাবেই আমি অপরাধ জগতের দিকে এগুতে লাগলাম, আর অবশেষে আজ আমাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়া হচ্ছে। **(তরবিয়তে আউলাদ, ১৭ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! মায়ের উদাসীনতা ও তার ভূল শিক্ষার কারণে কিরূপ ভয়াবহ পরিনতি হলো যে তার প্রিয় সন্তান অপরাধের জগতে পা রাখলো আর অবশেষে ফাঁসির সাজা শুনে নিজের প্রান হারিয়ে বসলো, এর বিপরীতে যে মায়েদের চরিত্র আয়নার চেয়েও স্বচ্ছ, যাদের অন্তর খোদাভীতি ও ইশ্‌কে রাসূলে আলোকিত, যারা দুনিয়ার আরাম আয়েশে ডুবে থাকে না, লাজ-লজ্জা যাদের বৈশিষ্ট্যে অন্তর্ভূক্ত, ইসলামের শির উন্নত করার জন্য বাঁচা মরার প্রেরণা যাদের রক্তে মিশ্রিত হয়ে গেছে, জান্নাতের অনন্ত নেয়ামতের দিকে যাদের দৃষ্টি, তবে এমনি মাদানী চিন্তাধারা সে তার কলিজার টুকরোর মাঝেও স্থানান্তরিত করতে থাকে, এমনি মায়েদের কোল থেকে মুহাদ্দীস, মুজাদ্দীদ, মুফাসসীর, আউলিয়ায়ে কিরাম, মুফতীয়ানে কিরাম, ওলামায়ে কিরাম, মুসলমানদের ইমাম, ইসলামের জন্য প্রাণ বিসর্জনকারী, তাছাড়া খোদাভীতি ও ইশ্‌কে মুস্তফার দৌলতে পরিপূর্ণ ইসলামী শাসকের জন্ম নেয়।

সুতরাং পিতা মাতার উচিৎ, বুদ্ধিমানের পরিচয় দেয়া, নিজের চিন্তা চেতনা পরিবর্তন করা এবং **আল্লাহ পাকের** এই নেয়ামতের গুরুত্ব দেয়া তাছাড়া তাদের মাদানী প্রশিক্ষন দিয়ে নিজেও সকল ছোট বড় গুনাহ

www.dawateislami.net

থেকে বাঁচার চেষ্টা করা, নামাহারিমদের থেকে শরয়ী পর্দা করা, ফরয ও ওয়াজীব, সুন্নাত ও মুস্তাহাবের উপর আমল করা, জাহেরী ও বাতেনী শিক্ষা গ্রহণ করা, উত্তম অভ্যাস ও উত্তম চরিত্র গঠন করা, নিজের সন্তানদেরও এই মাদানী চিন্তা চেতনা সৃষ্টি করুন, বাচ্চা দুষ্টামি করলে সর্বদা একাকীত্বে নম্রভাবে বুঝান, দুষ্ট সাথী ও মন্দ আকীদার লোকদের সংস্পর্শে কখনো বসতে দিবেন না, কেননা মন্দ আকীদা লোকের সঙ্গ, তাদের কাছ থেকে শিক্ষা অর্জন করা, তাদের বয়ান শ্রবন করা বা তাদের বই পাঠ করা ঈমানের জন্য বিষাক্ত মরণ ছোবল। এদের **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশে কুরআনের হাফিয, ক্বারী, আলিমে দ্বীন এবং মুফতী বানান, গল্প কাহিনী ও কৌতুকের বই নিজেও পড়বেন না এবং এদেরকে পড়তে দিবেন না, বরং মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত কিতাব ও পুস্তিকা পড়ার ব্যবস্থা করুন, নিজেও সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ও মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহণ করুন এবং তাদেরও অংশগ্রহণ করার উৎসাহ দিন, ঘরে যদি গুনাহে ভরা চ্যানেল, সিনেমা নাটক এবং গান বাজনা চলে তবে তা বন্ধ করান এবং শুধুমাত্র ১০০% ইসলামী চ্যানেল অর্থাৎ মাদানী চ্যানেলই দেখুন ও দেখান। যদি আমরা এই মাদানী ফুল অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করতে সফল হয়ে যাই তবে সমাজের এই অজ্ঞতার অন্ধকার সরে যেতে পারে, চারিদিকে সুন্নাতের মাদানী বসন্ত আসতে পারে এবং আমাদের শিশুরা নেক, মুত্তাকী আর মা-বাবার একান্ত বাধ্যগত হয়ে যাবে। اِنۡ شَآءَ اللّٰہ

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

১২টি মাদানী কাজের একটি মাদানী কাজ হচ্ছে "নেক আমল"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه আমাদের একটি মাদানী উদ্দেশ্য প্রদান করেছেন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنۡ شَآءَ الله সুতরাং নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন এবং যেলী হালকার **১২** মাদানী কাজে স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করুন। যেলী হালকার **১২** মাদানী কাজের মধ্যে প্রতিদিন একটি মাদানী কাজ হচ্ছে "নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করা" ৭২টি নেক আমলের মধ্যে ৪৪নং নেক ইামল হলো: **"আপনি কি আজ কোন মুসলমানের দোষ প্রকাশ হয়ে যাওয়াতে (শরীয়াতের অনুমতি ব্যতীত) তার দোষ অন্য কাউকে প্রকাশ তো করেননি?"**।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হতে পারে কারো মনে এই প্রশ্ন জাগতে পারে, আগের যুগে সবদিক থেকে পুতঃপবিত্র ছিলো, সেই যুগে আজকের মতো পাপাচারের প্রসার ছিলো না এবং পাপাচারে লিপ্ত করার উপায় ও আনুষাঙ্গিক বস্তুর এমন আধিক্য ছিলো না বরং সাধারনত প্রতিটি ঘর থেকে ইসলামী শিক্ষার আলো প্রবাহিত হতো, পিতা মাতা বরং পুরো পরিবারই মুত্তাকী ও পরহেযগার ছিলো এবং ইলম ও আমলে পরিপূর্ণ থাকতো, বিশেষকরে মায়েদের চরিত্র অনুসরনীয় ছিলো, যেমনিভাবে দাতা আলী হাজবেরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর আম্মাজানের সম্পর্কে আমরা শুনলাম যে, তিনিও উচ্চ স্তরের আবিদা ও যাহিদা ছিলেন, সুতরাং এমনি পরিবার হতে অসংখ্য নেক ব্যক্তিত্ব জন্ম নিতো, আর আজ চারিদিকে শয়তানি কাজের আধিক্য, বেআমলির সয়লাব, সুতরাং এই পরিস্থিতিতে এখন না তো

www.dawateislami.net

সেরূপ মা আছে এবং না আছে সলফে সালেহীনদের মতো গুণেভরা সন্তান।

এর উত্তর হলো, যদিওবা এখন বেহায়াপনা ও বেআমলী বাড়ন্ত পর্যায়ে, কিন্তু এতে এটা আবশ্যক নয় যে, নেক মা বা আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ الله অস্থিত্বই এই যুগ থেকে বিলীন হয়ে গেছে। নিঃসন্দেহে নেক ও পরহেযগার মা এবং তাঁদের থেকে প্রশিক্ষন প্রাপ্ত আউলিয়ায়ে কিরামগণ এখনো পৃথিবী জুড়ে মুসলমানদের ফয়েয দান করে যাচ্ছেন, আউলিয়াদের ফয়যানে আজও অনেক অমুসলিমের ইসলাম কবুলের মাদানী খবর আসতেই থাকে, এদের ফয়যানে আজও মসজিদের কিছু না কিছু শোভা এখনো বাকী আছে, জী, হ্যাঁ! আজও অনেক বেনামাযী, মদ্যপায়ী, চোর ডাকাত, মা-বাবার অবাধ্যরা নিজের গুনাহ থেকে তাওবা করে নেক লোকদের সারিতে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। জী, হ্যাঁ! আজও গুনাহে ভরা চ্যানেল দেখে নিজের চোখকে হারামেপূর্ণ করে **আল্লাহ পাকের** অসন্তুষ্টি অর্জনকারীরা কারো বুঝানোর বরকতে সঠিক পথের দিশা পেয়ে যাচ্ছে, জী, হ্যাঁ! ইলমে দ্বীনে ভরপূর মাদরাসা ও জামেয়া হতে ইলমের ফয়যান এখনো অব্যাহত আছে, যেখান থেকে অসংখ্য ওলামা তৈরী হয়ে ইলমের নূর দ্বারা অজ্ঞতার অন্ধকারকে দূর করছে, জী, হ্যাঁ! আজকের এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে পনেরশ শতাব্দীর মহান ইলমী ও রূহানী ব্যক্তিত্ব, শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সেই মহান ব্যক্তিত্ব, যার মধ্যে আউলিয়ায়ে কামিলিনের নিদর্শন সহজেই দেখা যায়।

www.dawateislami.net

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ যুগের এই মনোনীত ওলীর শিক্ষা ও মাদানী প্রশিক্ষন এমন এক আবীদা যাহিদা মহিলার ছত্রছায়ায় হয়েছিলো, যিনি নিজেও শরীয়াতের মূলনীতির প্রতি কঠোরভাবে আমলকারীনী ছিলেন এবং নিজের সন্তানদেরও শরীয়াতের প্রতিবিম্ব বানাতে সারা জীবন ব্যস্ত ছিলেন। আসুন! এই মহৎ সন্তানের মহৎ মায়ের মোবারক জীবনি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আকারে শ্রবণ করি।

আত্তারের আম্মাজানের উত্তম আলোচনা

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর সম্মানিতা আম্মাজান একজন নেক ও পরহেযগার মহিলা ছিলেন। যিনি স্বামীর মৃত্যুর পরও কঠিন সামাজিক সমস্যাবলীর মাঝেও নিজের সন্তানদের ইসলামের গন্ডিতেই প্রশিক্ষিত করেন, যার চাক্ষুষ প্রমাণ স্বয়ং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর মোবারক সত্তা। তিনি একবার বলেছিলেন: اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ সম্মানিতা আম্মাজান প্রথম থেকেই ফরয ও ওয়াজীবের উপর আমল করার এবং করানোর প্রতি আগ্রহী ছিলো, তাইতো ছোটবেলা থেকেই আমাদের ভাইবোনদের নামাযের আদেশ দেয়ার পাশাপাশি কঠোরতার সহিত আমলও করাতেন, বিশেষ করে ফযরের নামাযের জন্য আমাদের সবাইকে অবশ্যই উঠাতেন। সম্মানিতা আম্মাজানের এরূপ আদেশ ও প্রশিক্ষনের কারণে আমার মনে পড়ে না যে, ছোট বেলায় কখনো আমার ফযরের নামায কাযা হয়েছে।

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ বলেন: সম্মানিতা আম্মাজান বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত (অর্থাৎ বৃহস্পতি ও শুক্রবারের মধ্যবর্তীরাত) মিঠাদর (বাবুল মদীনা করাচী) এলাকায়

ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুর সময় আমাকে খুবই স্বরণ করছিলেন, সহধর্মীনী জানালো: اَلْحَمْدُ لِلّٰه কলেমা তৈয়্যবা ও ইস্তিগফার পড়ার পর মুখ বন্ধ হলো। বিশেষ করে গোসল দেয়া পর চেহারা খুবই আলোকিত হয়ে গিয়েছিলো। মাটির যে অংশে রূহ কবয হয়েছিলো, সেখানে অনেকদিন পর্যন্ত সুগন্ধি আসছিলো এবং বিশেষকরে রাতে সেই অংশে যখন তাঁর ইন্তিকাল হয়েছিলো, বিভিন্ন ধরনের সুগন্ধ আসতো। তৃতীয় দিবসে সকালে কিছু গোলাপ ফুল এনেছিলাম যা সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় সতেজ ছিলো, যা আমি নিজের হাতে আম্মাজানের কবরে ছড়িয়ে দিয়েছিলাম। বিশ্বাস করুন সেগুলো থেকে এমন সুন্দর সুগন্ধ আসছিলো যে, আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম, কখনো গোলাপ ফুলে আমি এরূপ সুগন্ধ পাইনি, বরং ঘন্টাখানেক এই সুগন্ধ আমার হাতে ছিলো। **(তাযকিরায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত, ২/৪১)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে উম্মে আত্তার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا কোন সাধারণ মহিলা ছিলেন না বরং **আল্লাহ পাকের** নৈকট্যধন্য, ধৈর্যশীলা ও কৃতজ্ঞ এবং সাহসী মহিলা ছিলেন যে, যিনি সামাজিক প্রতিবন্ধকতায়ও দৃঢ়তার সহিত নিজের সন্তানদের সুন্নাতের প্রশিক্ষনে লিপ্ত ছিলেন, যিনি নামায ও সুন্নাতের প্রতি নিজেও অনুসারী ছিলেন এবং নিজের সন্তানদেরও নামায পড়তে আদেশ দিতেন। সম্ভবত এই কাজটিই **আল্লাহ পাকের** পছন্দ হয়ে গিয়েছিলো, সুতরাং দুনিয়া থেকে নিজের ঈমান নিয়ে গেলো, ওফাতের পর চেহারাও আলোকিত হয়ে গিয়েছিলো এবং যে স্থানে ওফাত হয়েছিলো সেই জায়গা চমৎকার সুগন্ধে ভরে ছিলো, যদি আমাদের ইসলামী বোনেরাও উম্মে আত্তার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এর এই চরিত্র থেকে শিক্ষা অর্জন করে এবং নফস ও শয়তানের বিরোধীতা করে জাহির ও বাতিনকে শরীয়াতের অলঙ্কারে সাজিয়ে নিন, ফরয ও ওয়াজীবকে নিজের মধ্যে

www.dawateislami.net

আবশ্যক করে নিন, যেভাবে তারা সন্তানের স্কুল এর টিউশন কামাই করতে দেয় না এবং কখনো যদি হয়েও যায় তবে কঠোরতা অবলম্বন করে, যদি এভাবেই নামায এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় মাসআলা আর দ্বীনি শিক্ষার ক্ষেত্রেও চেষ্টা করে তবে এতে দুনিয়ায়ও অসংখ্য উপকারীতা অর্জিত হবে এবং আখিরাতেও বরকত নসীব হবে।

১৭ সফরুল মুজাফ্ফর উম্মে আত্তার رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا এর ওরস উদযাপন করা হয়, যার যার সুযোগ হয় উম্মে আত্তার رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا এর ইছালে সাওয়াবের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করুন।

দাতা আলী হাজবেরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বাণী সমূহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! ইলমে দ্বীনের গুরুত্ব ও আমলের প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে হযরত দাতা আলী হাজবেরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নসিহতপূর্ণ মাদানী ফুল শ্রবন করি, তিনি বলেন:

❀ মানুষের সকল ইলম জানা আবশ্যক নয়, শুধুমাত্র এতটুকু ইলম অর্জন করা আবশ্যক, যতটুকু পবিত্র শরীয়াতে আবশ্যক করে দিয়েছে। ❀ শিক্ষার্থীদের জন্য আবশ্যক, বাআমল হওয়ার জন্য ইলম অর্জন করা। ❀ আগুনের উপর পা রাখাতো নফস মেনে নিবে, কিন্তু ইলমের উপর আমল করা এর চেয়েও কঠিন। ❀ শুধুমাত্র ইলমের প্রতি অল্পতুষ্টির নাম আলিম নয়, আমলের বরকতে ইলম উপকৃত করে, সুতরাং কখনো ইলমকে আমল থেকে পৃথক করা উচিৎ নয়। ❀ যে ব্যক্তি শরয়ী বিষয়ে সতর্ক নয়, পরহেযগারী ছাড়া শরীয়াতের ইলম অর্জন করা, আয়িম্মাদের অনুসরন না করে নিজেই মুজতাহিদ হয়ে যাওয়া, তবে এরূপ ব্যক্তি

www.dawateislami.net

অচিরেই গুনাহের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যাবে। আসলে এসব কিছু অন্তরের উদাসীনতার কারণেই সৃষ্টি হয়। (ফয়যানে দাতা আলী হাজবেরী, ৬৯-৭১ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

“ফয়যানে দাতা আলী হাজবেরী” পুস্তিকার পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দাতা আলী হাজবেরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বাণী ও তাঁর মোবারক চরিত্র সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৮৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত পুস্তিকা “ফয়যানে দাতা আলী হাজবেরী” পাঠ করুন।

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه এই পুস্তিকায় দাতা আলী হাজবেরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর চরিত্র, তাঁর ইলমে দ্বীনের প্রতি আগ্রহ, ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য সফর, তাঁর কারামত, তাঁর রচনাবলী, তাঁর উপদেশ মূলক বাণী এবং আরো অনেক মাদানী ফুল বর্ণনা করা হয়েছে, সুতরাং আজই এই পুস্তিকা মাকতাবাতুল মদীনা থেকে মূল্য পরিশোধ করে সংগ্রহ করে নিজেও পড়ুন এবং অধিকহারে সংগ্রহ করে সাওয়াবের নিয়তে ফ্রি বন্টনও করুন।

মারহাবা! ২০ সফরুল মুজাফ্ফর ২২ নভেম্বর দাতা সাহেব رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ওরস মোবারক, এই সময় হাজারো আশিকানে রাসূল ও গোলামানে দাতা সাহেব, নিজের মনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে আর দাতা সাহেব رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ফয়েয দ্বারা নিজের খালি ঝুলি ভরতে দূর দূরান্ত থেকে সফর করে নুরানী মাযারে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে। এই আশিকানে রাসূলের নিকট নেকীর দাওয়াত এবং **দা’ওয়াতে ইসলামী**র পরিচিতি তুলে ধরার এক উত্তম উপায় হচ্ছে মাদানী পুস্তিকা বন্টন করা, সম্ভব হলে দাতা সাহেব رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মোবারক চরিত্র সম্পর্কীত পুস্তিকা

www.dawateislami.net

কিনে বন্টন করুন, অথবা মাকতাবাতুল মদীনা হতে যেকোন বিষয়ের উপর লিখিত পুস্তিকা কিনে বন্টন করুন, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর ছাড়াও দুনিয়া জুড়ে আশিকানে রাসূল দাতা সাহেব رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর ইসালে সাওয়াবের জন্য মাদানী পুস্তিকা বন্টন করতে পারেন। আসুন! আমরা সবাই এখনই নিয়্যত করে নিই যে, দাতা সাহেব رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর ইসালে সাওয়াবের জন্য আমরাও মাদানী পুস্তিকা বন্টন করবো। اِنۡ شَآءَ اللّٰہ

"ফয়যানে দাতা আলী হাজবেরী" পুস্তিকাটি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকে পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরা দাতা আলী হাজবেরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর ফয়যান অর্জন করার জন্য তাঁর রাত দিনের কার্মকান্ড সম্পর্কে অধ্যয়ন করি তবে আমরা জানতে পারবো যে, তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ নিজের পুরো জিন্দেগী নেকীর দাওয়াত, **আল্লাহ পাকের** সৃষ্টির খিদমত এবং ইলমে দ্বীনের প্রকাশনার জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছেন, হযরত দাতা আলী হাজবেরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ দিনে শিক্ষকতা করতেন আর রাতে সৎ পথের সন্ধানকারীদের উপদেশ দিতেন, হাজারো অজ্ঞ তাঁর মাধ্যমে ইলম অর্জন, হাজারো অমুসলিম ইসলামের দৌলতে সমৃদ্ধশালী, হাজারো পথভ্রষ্ট সঠিক পথের দিশা পেয়েছেন, হাজারো উন্মাদ বুদ্ধি ও বুদ্ধিমত্তার নেয়ামতে ধন্য হয়েছেন, হাজারো অপূর্ণ, পূর্ণতা অর্জন করে এবং হাজারো ফাসিক নেককার হয়েছেন। দূর দূরান্ত থেকে শায়খরা, তাঁর খিদমতে এসে সৌভাগ্যবান হয়েছেন। **(হাদীকাতুল আউলিয়া, পৃষ্ঠা ১৮২, সংক্ষেপিত)**

হযরত সায়্যিদুনা দাতা আলী হাজবেরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর শান ও মহত্ব এবং ইলমে দ্বীনের আগ্রহের অনুমান এই বিষয়টি দিয়ে করুন যে, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ **আল্লাহ পাকের** নবী হযরত সায়্যিদুনা খিযির عَلَيۡهِ السَّلَام এর সংস্পর্শে থেকেও ইলমে দ্বীন অর্জন করেছেন। মনে রাখবেন! হযরত সায়্যিদুনা খিযির عَلَيۡهِ السَّلَام এর সাক্ষাতের জন্য কিছু শর্ত রয়েছে।

সায়্যিদুনা খিযির عَلَيۡهِ السَّلَام এর ফয়েয প্রাপ্তি

হযরত সায়্যিদুনা আলী হাওয়াচ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা খিযির عَلَيۡهِ السَّلَام এর সাক্ষাতের জন্য তিনটি (৩) শর্ত রয়েছে। (১) সে সুন্নাতের অনুসারী হওয়া। (২) দুনিয়া লোভী না হওয়া। (৩) মুসলমানদের জন্য তার অন্তর একেবারে পরিষ্কার হওয়া, তার অন্তরে ঘৃণা না থাকা, হিংসা না থাকা এবং কারো প্রতি অহঙ্কার না থাকা। **(মিযানুল হাদরীয়া, ১৫ পৃষ্ঠা)**

হযরত দাতা গাঞ্জে বখশ আলী হাজবেরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর পবিত্র সত্তায় এই তিনটি শর্তই বিদ্যমান ছিলো, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সুন্নাতের অনুসারী, দুনিয়ার লোভ থেকে অনেক দূর এবং মুসলমানের মঙ্গল কামী ছিলেন, এজন্যই তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হযরত সায়্যিদুনা খিযির عَلَيۡهِ السَّلَام এর শুধুই সাক্ষাত করেননি বরং তাঁর সংস্পর্শে থেকে জাহিরী এবং বাতেনী ইলম অর্জন করেন এবং তাঁর সাথে হযরত সায়্যিদুনা খিযির عَلَيۡهِ السَّلَام এর গভীর সম্পর্ক ছিলো। **(কাশফুল মাহজুব, ১৬ পৃষ্ঠা)**

سُبۡحٰنَ الله! আমাদের দাতা আলী হাজবেরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর উপর **আল্লাহ পাকের** কিরূপ দয়া ও অনুগ্রহ ছিলো যে, **তিনি** তাঁকে শুধু ইলম শিখার ও শেখানোর জযবা দেননি বরং দয়ার উপর দয়া করেছেন যে, **তাঁর** পবিত্র নবী হযরত সায়্যিদুনা খিযির عَلَيۡهِ السَّلَام এর থেকে জাহিরী ও বাতেনী

www.dawateislami.net

ইলম শিখারও সৌভাগ্য দান করেছেন। মনে রাখবেন! হযরত সায়্যিদুনা খিযির عَلَيْهِ السَّلَام **আল্লাহ পাকের** এমন এক মনোনীত নবী, যিনি এখনো প্রকাশ্য হায়াত সহকারে জীবিত এবং সমুদ্রে লোকদের পথপ্রদর্শন করার দায়িত্ব তাঁকেই সমর্পন করা হয়েছে। **(মলফুযাতে আলা হযরত, ৪৮৩ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে এবং দাতা আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সদকায় আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কেও ইলমে দ্বীনের আগ্রহ এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সেই মহান ভান্ডার দান করেছেন যা অনেক কম লোকের ভাগ্যে জুটে। তাঁর ব্যক্তিত্বে আমরা বুযুর্গানে দ্বীনের এবং দাতা আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শিক্ষার প্রকাশ্য প্রভাব দেখতে পাই, কেননা সেই **আল্লাহ** ওয়ালাদের ফয়যানে তাঁর অন্তরও ইলমে দ্বীন অর্জন এবং এর সংকলন ও প্রকাশনার মাদানী জযবায় পরিপূর্ণ।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه তাঁর ফয়েযের দৃষ্টিতে লাখো মুসলমান বিশেষ করে যুবকদের জীবনে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হয়ে গেছে এবং তারা গুনাহ থেকে তাওবা করে সালাত ও সুন্নাতের পথে চলতে শুরু করে। যদি আমরা আক্বীদা ও আমল, শরীয়াত ও তরীকত, ইতিহাস ও চরিত্র, শারীরিক ও রূহানী ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশ্ন উত্তর সমৃদ্ধ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মাদানী মুযাকারা, সংশোধন মূলক, ফিকহী, রূহানী ও চারিত্রিক বিষয় সমৃদ্ধ অসংখ্য বয়ান শুনি, অসংখ্য সুন্নাতের সমষ্টি ফয়যানে সুন্নাত এবং অসংখ্য বিষয়ের উপর অন্যান্য কিতাব ও পুস্তিকা অধ্যয়ন করি তবে জানতে পারবো যে, **আল্লাহ পাক** তাঁকে কিরূপ ইলম দান করেছেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এই উত্তাল

www.dawateislami.net

সাগরকে দেখুন যে **আল্লাহ পাক** এই মরদে কামিলের মাধ্যমে লাখো বেনামাযীকে নামাযী, ফ্যাশন পুজারীকে সুন্নাতের অনুসারী, ফাসিককে মুত্তাকী, বদ আক্বীদা লোককে সঠিক আক্বীদার অনুসারী, অজ্ঞকে ইলমে দ্বীনের আলোয় আলোকিত, বেআমলকে আমলকারী, উগ্র মেজাজীকে ইশ্‌কে মুস্তফার স্বাদ, নির্ভীককে খোদাভীতি এবং ইসলামী বোনদের লাজ-লজ্জার অলঙ্কার দ্বারা সৌন্দর্যমন্ডিত করেছেন। ওলামায়ে কিরাম, মুফতীয়ানে এজাম ও লেখক এবং জামেয়াতুল মদীনা আর দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত এর মাদানী বাহার দেখুন, তবে জানতে পারবেন যে, **আল্লাহ পাক** এই ওলীয়ে কামিল, আশিকে মাহে রিসালত ও আশিকে আলা হযরত এর মাধ্যমে অজ্ঞতাকে কিভাবে দূর করেছেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه তাঁর পদচারণায় সুন্নাতের মাদানী বাহারে ভরপুর, তাঁর এই চেষ্টাকে প্রসংশা করতে গিয়ে শুধু সাধারন নয় বরং দুনিয়া জুড়ে ওলামায়ে কিরামগণও যেন উৎসাহ দিতে গিয়ে এই শব্দগুচ্ছ দ্বারা তাদের মুখ খুলেছেন, আসুন! আমরাও শুনি:

মসলক কা তু ইমাম হে ইলইয়াস কাদেরী তদবীর তেরী তাম হে ইলইয়াস কাদেরী।
ফিকরে রযা কো কর দিয়া আ'লম পে আ'শকার ইয়ে তেরা উঁচা কাম হে ইলইয়াস কাদেরী।
সুন্নাত কি খুঁশবোঁও সে যমানা মেহেক উঠা ফয়যান তেরা আ'ম হে ইলইয়াস কাদেরী।
হে দা'ওয়াতে ইসলামী কি দুনিয়া মে ধুম ধাম মকবুল তেরা কাম হে ইলইয়াস কাদেরী।
তানহা চলা তু সাথ তেরে হো গেয়া জাহাঁ মিঠা তেরা কালাম হে ইলইয়াস কাদেরী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মিডিয়া বিভাগ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে দ্বীনে মতিনের খিদমতে প্রায় ৮০টি বিভাগের মাধ্যমে দাওয়াতের সাড়া জাগিয়ে যাচ্ছে, এর মধ্যে একটি বিভাগ

"মিডিয়া বিভাগ"। মিডিয়া বিভাগের কাজ হলো, সাংবাদিকতার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের সাথে যোগাযোগ দকরে তাদেরকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি খেদমতের ব্যাপারে অবহিত করা এবং তাদেরকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত করা ও তাদের মাঝে নেকীর দাওয়াতের প্রসার করা। **আল্লাহ পাক দা'ওয়াতে ইসলামী**র সকল বিভাগকে দিনে গিয়ারভী ও রাতে বারভী উন্নতি দান করুক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের সৌভাগ্য যে, আমরাও আজ **আল্লাহ পাকের** এক ওলী "হযরত দাতা আলী হাজবেরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর ইলমে দ্বীনের আগ্রহ" সম্পর্কে শুনার সৌভাগ্য অর্জন করেছি, **আল্লাহ পাক** আমাদেরও তাঁর সদকা নসীব করুক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার আগে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "সুন্নাত ও আদব" বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।"

(মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

উন কি সুন্নাত কা জু আয়েনাদার হে,
ব্যস ও'হী তু জাহাঁ মে সমজদার হে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪৭২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

পানি পান করার সুন্নাত ও আদব

আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এর পুস্তিকা **"১৬৩ মাদানী ফুল"** থেকে পানি পান করার সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি। **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুইটি বাণী: (১) "উটের ন্যায় এক নিঃশ্বাসে (পানি) পান করো না। বরং দুই বা তিন (নিঃশ্বাসে) পান করো। আর পান করার পূর্বে بِسۡمِ الله পা করো এবং পান করার পর اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه বলো।" (সুনানে তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ৩৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৮৯২) (২) **নবীয়ে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাত্রের ভিতর শ্বাস ফেলতে কিংবা তাতে ফুঁক দিতে নিষেধ করেছেন। (সুনানে আবু দাউদ, ৩য় খন্ড, ৪৭৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৭২৮) প্রখ্যাত মুফাস্সীর, হাকিমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: "পাত্রের ভিতর শ্বাস ফেলা জীব জন্তুদের কাজ। তাছাড়া নিঃশ্বাস কখনো বিষাক্ত হয়ে থাকে। তাই নিতান্তই যদি শ্বাস ফেলতে হয়, তবে পাত্র থেকে মুখ পৃথক করে শ্বাস ফেলবে অর্থাৎ শ্বাস ফেলার সময় মুখ থেকে পানির পাত্রটি সরিয়ে নিতে হবে। গরম দুধ বা চা ফুঁক দিয়ে ঠন্ডা করবেন না। বরং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, ঠন্ডা হওয়ার পরই পান করুন। (মিরআত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৭৭ পৃষ্ঠা) তবে দরূদ শরীফ ইত্যাদি পা করে শিফার নিয়্যতে পানিতে ফুঁক দিলে তাতে কোন অসুবিধা নেই।

ঘোষণা

নাম রাখার অবশিষ্ট আদব তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

www.dawateislami.net

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَی اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهۡلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" (মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الۡحَلِیۡمُ الۡکَرِیۡمُ سُبۡحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبۡعِ وَرَبِّ الۡعَرۡشِ الۡعَظِیۡم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net